দরসে হাদীস

শবে বরাতের গুরুত্ব

মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا كان ليلة النصف من شعبان يغفر الله لعباده الا لمشرك او مشاحن

উচ্চারণ: আন্ আবি হুরায়রাতা ক্বা-লা ক্বা-লা রসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামা: ইযা কা-না লায়লাতান্ নিস্ফি মিন্ শা'বানা ইয়াগফিরুল্লাহু লি'ইবাদিহি ইল্লা লিমুশ্রিকিন্ আও মুশা-হিন্নি।

অনুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন মধ্য শা'বানের রাত আগমন করে তখন আল্লাহ্ মুশরিক ও বিদ্বেষপোষণকারী ব্যতীত সকল বান্দাকে ক্ষমা করে দেন।[১]

রাবী পরিচিতি

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী একজন প্রখ্যাত সাহাবী। সপ্তম হিজরির মহররম মাসে ইসলাম গ্রহণ করেন। সেই সময় থেকেই রসূলুল্লাহ্র সান্নিধ্যে ইসলামের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর নাম ছিল আবদুশ শামস বা আবদুস সাখর, ইসলাম গ্রহণের পর নাম হয়েছে আবদুল্লাহ্ বা আবদুর রহমান। পিতার নাম সাখর মাতার নাম উম্মিয়া বিনতে সফীহ মতান্তরে মায়মুনা। 'আবু হুরায়রা' তথা বিড়াল ছানার পিতা নামে তিনি প্রসিদ্ধ। ইসলাম গ্রহণকালে তাঁর বয়স ছিল প্রায় ত্রিশ বৎসর। তিনি মদীনা মুনাওয়ারার আসহাবুস সুফফার অন্তর্ভুক্ত সাহাবীদের অন্যতম। ইবনুল আসীর এর বর্ণনা মতে-

فشهد المشاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم

তিনি ইসলামের প্রতিটি যুদ্ধেই রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ছিলেন। হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের মধ্যে কেউ তাঁর সমসংখ্যক হাদীস বর্ণনা করতে পারেননি। উমদাতুলকারী প্রণেতা আল্লামা বদরুদ্দীন আইনীর বর্ণনা মতে তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৩৭৪। বোখারী ও মুসলিম শরীফে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৩২৫, এককভাবে ইমাম বোখারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বর্ণনা করেছেন ৭৯টি হাদীস, ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলায়হি বর্ণনা করেছেন ৯৩টি। অনেকের মতে সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন ৮২২টি হাদীস। ইমাম বোখারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি এককভাবে ৪০৪, ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলায়হি ৪১৮টি। হযরত ইবনে ওমর তাঁর সম্পর্কে বলেছেন-

ابو هريرة خير منى واعلم بما يحدث-

"হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হাদীস বর্ণনায় আমার থেকে অনেক জ্ঞানী।" রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র দুআর বদৌলতে তিনি ছিলেন অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী। ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ও আল্লামা আইনী রহমাতুল্লাহি আলায়হির মতে -

روى عنه اكثر ثمان مأة رجل من صحابى وتابعى-

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র কাছ থেকে আটশ সাহাবী ও তাবি'ঈ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর প্রজ্ঞা পাণ্ডিত্য মেধা ও অসাধারণ দক্ষতার কারণে হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বাহারাইনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র শাসনামলে তিনি একাধিকবার মদীনা মনোয়ারার শাসক নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি মতান্তরে ৫৭/৫৮/৫৯ হিজরিতে মদীনা শরীফের অদূরে কাসবা নামক স্থানে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স ৭৮ বৎসর, ইবনে আবু সুফিয়ান তাঁর জানাযার ইমামতি করেন। প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ তাঁর জানাযায় উপস্থিত ছিলেন। মদীনা শরীফের জান্নাতুল বাকী কবরস্থানে তাঁকে শায়িত করা হয়।

[১].কাসফুল আসতার: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৩৫।

প্রসঙ্গিক আলোচনা

বর্ণিত হাদীসে শা'বান মাসের ১৫ তারিখের গুরুত্ব ও তাৎপর্য আলোকপাত হয়েছে। মহান আল্লাহ্ তা'আলা গুনাহগার বান্দাদের গুনাহ্ ক্ষমা করার জন্য বরকতময় রজনী দান করেছেন। পবিত্র শবে বরাত তথা শা'বান মাসের ১৫ তারিখের দিবাগত রজনী সেই সব পূণ্যময় রজনীর অন্যতম।

এই সম্মানিত রজনীর গুরুত্ব ও ফযিলত সম্পর্কে ক্বোরআনুল করীম ও অসংখ্য হাদীস শরীফের বর্ণনা বিধৃত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য তাফসীর গ্রন্থসমূহে শবে বরাতের সমর্থনে তাফসীরকার প্রখ্যাত হাদীস বিশারদদের দালিলিকি প্রমাণ ও নির্ভরযোগ্য প্রমাণাদির সন্ধান পাওয়া যায়। এ বিষয়ে বিশুদ্ধ আলোচনায় স্বতন্ত্র কিতাব রচনার দাবী রাখে। ইসলামের বরকতময় দিবস ও রজনীসমূহের গুরুত্ব ও ফযিলত সম্পর্কে অসংখ্য দলীল প্রমাণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও একশ্রেণির নামধারী মৌলভীরা এ সবের তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তা প্রতিনিয়ত অস্বীকার করে যাচ্ছে। মুসলমানদের মাঝে আবহমানকাল থেকে প্রচলিত ও মুসলিম সমাজে প্রতিষ্ঠিত এসব পূণ্যময় রজনী সমূহে ইবাদত-বন্দেগী, যিকর-আযকার, দান-সাদকা, ওয়াজ-নসীহত, মিলাদ শরীফের আয়োজন গরীব-মিসকীন, অসহায়দের মাঝে খাবার বিতরণ ইত্যাদি মহৎকর্মগুলোর বিরুদ্ধে নাজায়েয-হারাম, বিদআত, কুসংস্কার, ভিত্তিহীন ইত্যাদি মন্তব্য ও লেখালেখির মাধ্যমে মুসলিম সমাজকে প্রতিনিয়ত বিভ্রান্ত করে যাচ্ছে। ক্বোরআন সুন্নাহর অপব্যাখ্যাকারী এ ভ্রান্ত মতবাদীরা তাদের ভ্রান্ত আক্বিদা বিশ্বাস প্রচার প্রসারের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে বরকতময় আমল সমূহ থেকে সুকৌশলে দূরে সরিয়ে নিচ্ছে। এদের অপপ্রচার ও বিভ্রান্তি থেকে সদা সতর্ক ও সাবধান থাকতে হবে। তাকওয়াভিত্তিক জীবন গঠন আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সন্তুষ্টি অর্জনে পূণ্যময় দিবস ও রজনী সমূহের উত্তম শরিয়তসম্মত আমল পালনে মনোযোগী হতে সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও মুসলিম সমাজকে এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে তালীম, তরবিয়ত ও সঠিক নির্দেশনা মূলক বক্তব্য তুলে ধরতে হবে।

মহান আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন-

حم والكتاب المبين انا انزلناه فى ليلة مباركة انا كنا منذيرين فيها يفرق كل امر حكيم-

উচ্চারণ: হা-মী-ম-, ওয়াল কিতাবিল মুবী-ন ইন্না আন্‌যালনাহু ফী লায়লাতিন্ মুবা-রাকাতিন্ ইন্না কুন্না মুনজী-রী-না ফী-হা ইয়ূফ্‌রাক্বো কুল্লু আম্‌রিন্ হাকী-ম।

অর্থ: হা-মী-ম-, শপথ ঐ সুস্পষ্ট কিতাবের। নিশ্চয় আমি সেটাকে বরকতময় রজনীতে অবতীর্ণ করেছি। নিশ্চয় আমি সতর্ককারী। তাতে বন্টন করে দেয়া হয় প্রত্যেক হিকমতময় কাজ।[২]

হযরত ইকরামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এবং একদল সাহাবীদের বর্ণনা মতে আল ক্বোরআনে বর্ণিত "লায়লাতুল মোবারকা" দ্বারা ১৪ শা'বান দিবাগত রজনীকে বুঝানো হয়েছে। এ বরকতময় রজনীতে পবিত্র ক্বোরআনুল করীম লওহে মাহফুজ থেকে প্রথম আসমানে অবতীর্ণ হয়। তাফসীরে কাশ্‌শাফ, তাফসীরে কবীর, তাফসীরে সিরাজুম্ মনীর, তাফসীরে জুমাল, তাফসীরে সাবী, তাফসীরে রুহুল বয়ানসহ প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ জালালাইন শরীফেও নিম্নরূপ উদ্ধৃত হয়েছে। (উক্ত শবে বরাতে) ক্বোরআনুল করীম সপ্ত আসমান থেকে প্রথম আসমানে অবতীর্ণ হয়। তাফসীরে জুমালে বর্ণিত হয়েছে "ক্বোরআন মজীদ পূর্ণাঙ্গরূপে সেই রাতে লওহে মাহফুজ হতে প্রথম আসমানে অবতীর্ণ হয়েছে। এ রাতের গুরুত্ব সম্পর্কে আরো এরশাদ হয়েছে-

وعن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال جاءنى جبرئيل ليلة النصف من شعبان وقال يا محمد ارفع راسك الى السماء فقلت ما هذه الليلة قال هذه ليلة يفتح الله فيها ثلثمائة باب من ابواب الرحمة يغفرالله لجميع من لايشرك به شئيا الا ان يكون ساحرا اؤ كاهنا او مصرا على الزنا او مد من خمره-

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন। শা'বান মাসের অর্ধ রাতে (শবে বরাতে) জিবরাঈল আলায়হিস্ সালাম) আমাকে বললেন হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আকাশের দিকে মস্তক উত্তোলন করুন। আমি বললাম এ রজনীর গুরুত্ব কি? তদুত্তরে বললেন এ রজনীতে আল্লাহ্ পাক তিনশত রহমতের দরজা খুলে দেন। যারা আল্লাহর

[২]. আল্ ক্বোরআন: সূরা দুখান, পারা ২৬, আয়াত ১-৪।

সাথে শিরক করে না, যাদুকর নয়, গনক নয়, বারবার যিনা করে না ও মদ পান করে না এসব বান্দাকে আল্লাহ্ পাক ক্ষমা করে দেন।[৩] এ রজনীর ফজিলত সম্পর্কে আরো উল্লেখ আছে-

ذكر ايضا الامام شيخ الاسلام النووى فى كتاب المجوع شرح المهذب قال الشافعى فى الام وبلغنا انه كان يقال ان الدعاء يستجاب فى خمس ليال فى ليلة الجمعة وليلة الاضحى وليلة الفطر واوّل ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان-

শায়খুল ইসলাম ইমাম নববী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলায়হি প্রণীত তাঁর কিতাবুল "উম" এ বলেন আমাদের নিকট এ বাণী পৌঁছেছে যে, পাঁচটি রজনীতে দোয়া নিশ্চিত কবুল হয়। ১. জুমার রাতে, ২. ঈদুল আযহার রাতে, ৩. ঈদুল ফিতরের রাত, ৪. রজব মাসের প্রথম রাত, ৫. ১৫ শা'বান রাতে (শবে বরাতের রজনীতে)।[৪]

দুআ কবুলের রজনী

শবে বরাতের পূণ্যময় রজনীতে বান্দার দুআ ফেরত হয় না। এরশাদ হয়েছে-

قال عبد الرزاق واخبرنى من سمع البيلمانى يحدث عن ابيه عن بن عمر قال خمس ليال لاترد فيهن الدعاء ليلة الجمعة واوّل ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وليلة العيدين-

হযরত আবদুর রজ্জাক বলেন, বাইলামানী থেকে শ্রবণকারী ব্যক্তি আমাকে সংবাদ দিয়েছেন বাইলামী তাঁর পিতা থেকে তিনি হযরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন, পাঁচ রজনীতে দুআ ফেরত হয় না। জুমার রাত, রজবের প্রথম রাতের, শা'বানের ১৫ তারিখের রাত, ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের রাত।[৫]

শবে বরাতের নাম সমূহ

শবে বরাতের চারটি নাম রয়েছে-

১. লায়লাতুল মুবারাকা তথা বরকতময় রজনী।
২. লায়লাতুল বরাত তথা মুক্তির রজনী।
৩. লায়লাতুর রহমাত তথা রহমতের রজনী।
৪. লায়লাতুস্ সক তথা পুরস্কারের সনদ প্রাপ্তির রজনী।

[তাফসীরে সাবী]

এ রজনীতে ক্ষমার আযোগ্য যারা

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সেই রাতে সকল মুসলমানের ক্ষমা করবেন। কিন্তু গনক, যাদুকর, মদ্যপায়ী, মাতা-পিতার অবাধ্যকারী এবং ব্যভিচারী ব্যতীত।

[তাফসীর কবীর]

শবে বরাতে কবর যিয়ারত সুন্নাত

বিশুদ্ধসূত্রে বর্ণিত আছে যে, শবে বরাতে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম জান্নাতুল বাকী কবরস্থানে গমন করতেন কবরবাসীদের জন্য দোয়া করতেন। মুসলমানদের উচিত এ পূণ্যময় রাতে সুন্নাতে রসূলের অনুসরণে কবরস্থানে যিয়ারত করা, মৃতদের রূহে ঈসালে সওয়াব করা, আল্লাহকে ভয় করা, স্বীয় অপরাধ থেকে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা, খালেস নিয়তে তওবা করা। এ কথা গভীরভাবে চিন্তা করা যে কত মহৎ ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ কবরে শায়িত আছেন। আমাদেরকে তাদের মতো বিদায় নিতে হবে। কবরবাসীদের প্রতি সালাম জানাবে হে কবরবাসীগণ তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক। আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হবো।

মন্দ কাজ পরিহার করা

এ রজনীতে মর্যাদা ও পবিত্রতা যথাযথভাবে রক্ষা করতে হবে। কোনভাবেই অযথা সময় নষ্ট, গল্প-গুজব, দলবদ্ধভাবে আড্ডা করা, ইবাদত বন্দেগী পরিহার করে, পটকা বাজি, আতশ বাজি, অশ্লীল, নগ্নতা, বেহায়াপনা, উলঙ্গপনা, অসামাজিক কার্যলাপ, নাচ-গান, বাদ্য-বাজনা ইত্যাদি অপকর্মে লিপ্ত হওয়া জঘন্যতম অপরাধ ও শরিয়তবিরোধী অপকর্ম হিসেবে গণ্য হবে। অধিক হারে ক্বোরআন তিলাওয়াত, দরূদ শরীফ পাঠ, নফল নামায, দিনে রোজা পালন, মিলাদ কিয়াম, দরূদ সালাম বুজুর্গানে দ্বীন ও আউলিয়ায়ে কেরাম ও মুরব্বীদের কবর যিয়ারত ইত্যাদি উত্তম আমলের মাধ্যমে এ পূণ্যময় রজনী অতিবাহিত করার তাওফফিক আল্লাহ্ পাক সকলকে নসীব করুন। আমীন।

---

[৩].নুজহাতুল মাজালীস ওয়া মুনতাহাবুস নাফাইস: বাব ফাদুল শা'বান ও ফাদলু সালাতুত তাসবীহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৪৬।

[৪]. কিতাবুল মাজমু শরহে মুহাজ্জব।

[৫]. মুসান্নাফে আবদুর রজ্জাক, অধ্যায়: আন্ নিসফু মিন শা'বান, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩১৭।